কপ-৩০ এর ফলাফল ও ভবিষ্যত করণীয় বিষয়ে নাগরিক সমাজের অভিমত

জীবাশ্ম জ্বালানি রোডম্যাপ ও সুনির্দিষ্ট আর্থিক পরিকল্পনা ছাড়া কপ-৩০ চুক্তি ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য অস্তিত্বের হুমকি

নিজস্ব সম্পদ নির্ভর শক্তিশালী স্থানীয় অভিযোজন ব্যবস্থা গড়ে তুলুন

১. প্রারম্ভিকা:

নানাবিধ আলোচনা-সমালোচনা,তীব্র মতপার্থক্য, জ্বালানি সমৃদ্ধ দেশগুলোর লবিস্টদের প্রভাব, ও আদিবাসীদের ক্ষোভ-বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে গত ২২ নভেম্বর শেষ হয়েছে বেলেম জলবায়ু সম্মেলন [কপ-৩০]। ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোর জন্য অর্থ প্রাপ্তির সুনির্দীষ্ট নিশ্চয়তা ও জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার থেকে পর্যায়ক্রমে সরে আসার রোডম্যাপ ছাড়াই বেলেম চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে, যা উষ্ণায়কে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ রাখার বৈশ্বিক প্রচেষ্টা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। ৮০টিরও বেশি দেশ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানোর একটি স্পষ্ট ও সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা দাবি করলেও তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোর পাশাপাশি ভারত, চিন ও রাশিয়ার মতো দেশগুলোর তীব্র বিরোধীতায় সেই দাবি চূড়ান্ত পাঠ্যে স্থান পায়নি। ট্রপিক্যাল ফরেস্ট ফরেভার ফ্যাসিলিটি (TFFF) তহবিল গঠন, ২০৩৫ সালের মধ্যে অভিযোজন তহবিল তিনগুণ বৃদ্ধি, লস অ্যান্ড ড্যামেজ তহবিলের প্রথম পর্যায়ের প্রস্তাবনা আহ্বান, ন্যায্য রূপান্তর, বাণিজ্য, জেন্ডার সমতা ও প্রযুক্তি সহ মোট ২৯টি সিদ্ধান্ত অন্তর্ভুক্ত করে বেলেম প্যাকেজ ঘোষনা করা হয়।

বেলেম সম্মেলনকে"বাস্তবায়নের-কপ" নামে উল্ল্যেখ করা হয, সম্মেলনের শুরুতে ব্রজিলের প্রেসিড্যান্ট লুইজ লুলা দা সিলভা বলেছিলেন, 'বেলেম হবে সত্যিকারের কপ, যেখানে শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, বাস্তব কাজের রূপরেখা তৈরি হবে। নতুন অঙ্গীকার ও উদ্যোগ আশার সঞ্চার করলেও সেগুলো বাস্তবায়নে অর্থায়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর, ন্যায্য দায়বণ্টন এবং রাজনৈতিক দৃঢ়তার চ্যালেঞ্জ রয়েই গেছে। জীবাশ্ম জ্বালানি রোডম্যাপ ও সুনির্দিষ্ট আর্থিক পরিকল্পনা ছাড়া কপ-৩০'র চুক্তি বাংলাদেশের মতো অতি বিপদাপন্ন দেশগুলোর ভবিষ্যত জলবায়ু মোকাবেলা সক্ষমতার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। সব মিলিয়ে কপ৩০ শেষ হয়েছে একটি আপসের চুক্তিতে, প্রতিশ্রুতির সংখ্যা বেড়েছে ঠিকই কিন্তু বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা দেয়নি।

২. বেলেম সম্মেলনে ৩টি বিষয়ে অগ্রাধিকারের প্রতিশ্রুতি ছিলো-

(ক) গত ৩০ বছর ধরে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে বৈশ্বিক উষ্ণতা সীমাবদ্ধ রাখতে অনেক পরিকল্পনা গৃহীত হলেও গ্রিণ হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস পায়নি, তাই এখন শুধু আলোচনা নয়, বাস্তবায়নের দিকেই বেশি মনযোগী হওয়া **(খ)** সম্মেলনটি বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে নতুন জাতীয় পরিকল্পনা (এনডিসি-০৩) এবং আর্থিক প্রতিশ্রুতিগুলোর অগ্রগতি পর্যালোচনা করা **(গ)** বাস্তবায়ন এবং স্বচ্ছতার ওপর জোর দেয়া, যাতে জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় একটি সমন্বিত কাঠামো তৈরি করা যায়।

৩. কপ-৩০; উল্ল্যেখযোগ্য অগ্রগতি, সীমাবদ্ধতা ও পর্যালোচনা:

ক. আলোচনার অগ্রগতিতে ভূ-রাজনৈতিক বিভাজনের গভীর প্রতিফলন:

বেলেম সম্মেলন (কপ-৩০) যথার্থই স্পষ্ট করেছে বৈশ্বিক রাজনীতি, অর্থনৈতিক স্বার্থ ও পরিবেশগত অগ্রাধিকারের প্রশ্নে সমন্বয়ের ঘাটতি কতটা তীব্র। ফসিল ফুয়েল রপ্তানির ওপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল দেশগুলো, তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থের হুমকি দিয়েছে এবং জীবাশ্ম জ্বালানি পর্যায়ক্রমে বন্ধ করার যে রোডম্যাপ তা চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করতে বাধা দিয়েছে ও সফল হয়েছে, তাদের স্পষ্ট দাবি "প্রত্যেক দেশের নিজস্ব অর্থনৈতিক বাস্তবতা অনুযায়ী পথ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা থাকা উচিত"। বিপরীতে, শক্তিশালী নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত সম্পন্ন দেশগুলো উচ্চাকাংখী জলবায়ু নীতিমালা ও কৌশলগত অবস্থান নিয়েছে। জলবায়ু কর্মের অর্থনৈতিক প্রভাব উন্নত দেশগুলোর মধ্যে কতটা বৈচিত্রপূর্ণ স্বার্থ তৈরি করতে পারে ও আলোচনাকে কতটা জটিল করে তোলতে পারে এবারের বেলেম সম্মেলন উদাহরণ হয়ে থাকবে। সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের অনুপস্থিতি ছিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। চীন কৌশলগতভাবে নীরব থেকেছে, ভারত ছিল কঠোর অবস্থানে, আর ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছিল অভ্যন্তরীন চাপে। আয়োজক দেশ ব্রাজিল নিজেরাই আমাজন অঞ্চলে তেল খননের পরিকল্পনা করছে এবং অস্ট্রেলিয়ার ভূমিকা নতুন বিতর্কের সৃষ্টি করেছে দেশটি স্বেচ্ছা স্বীকৃত চুক্তিতে সই করলেও বাস্তবে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে উত্তরণে দ্বৈততা বজায় রেখেছে, তেল সমৃদ্ধ ২২টি দেশের আরব জোট স্পস্ট জানিয়েছে, জ্বালানি শিল্প নিয়ে যে কোনো আলোচনা 'অগ্রহণযোগ্য'।

খ."আমাদের জমি বিক্রির জন্য নয়" আদিবাসীদের আন্দোলন:

হাজারো আদিবাসী ও ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন বেলেম শহরকে উত্তপ্ত করেছে, সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা বন উজাড়, খনি সম্প্রসারণ, তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও ভূমি অধিকারের হুমকির প্রতিবাদে একের পর এক বিক্ষোভ, অবস্থান ও মানববন্ধন কর্মসূচি চালিয়েছে। 'আমাদের ভূমি, আমাদের অধিকার', 'অ্যামাজন বাঁচাও', 'করপোরেট নয়, জনগণের কপ চাই'– এ ধরনের স্লোগানে মুখরিত ছিলো সম্মলনের দুই সপ্তাহ জুড়েই।

গ. বেলেম প্যাকেজ অনুমোদন; "আপসের চুক্তি" প্রতিশ্রুতির সংখ্যা বাড়িয়েছে ঠিকই কিন্তু বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা দেয়নি:

তীব্র মতভেদের কারনে নির্ধারিত সময়ের প্রায় ১৪ ঘণ্টা পরে অবশেষে ১৯৫টি দেশ বেলেম প্যাকেজ অনুমোদন করেছে। বেলেম প্যাকেজের মূল সিদ্ধান্ত সমূহের মধ্যে রয়েছে-ন্যায্য রূপান্তর, জনগণ ও সমতার উপর জোর, বৈশ্বিক সহযোগিতা ও প্রযুক্তিগত সহায়তা বৃদ্ধি, ২০৩৫ সালের মধ্যে অভিযোজন অর্থায়ন তিনগুণের প্রতিশ্রুতি, জাতীয় জেন্ডার ও জলবায়ু ফোকাল পয়েন্ট-এর সহায়ত, ২০২৭ পরবর্তী বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থায়ন কাঠামো নির্ধারণের রোডম্যাপ, অভিযোজন পরিকল্পনা ও আগাম সতর্কতা ব্যবস্থার উন্নয়ন, গুরুত্বপূর্ণ খনিজের নীতিগত আলোচনার ভিত্তি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি তিনগুণ বৃদ্ধি (২০৩০ সালের মধ্যে), বেলেম হেলথ অ্যাকশন প্ল্যান ইত্যাদি। চুক্তির ঘোষণায় জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার থেকে সরে যাওয়া স্বেচ্ছার ভিত্তিতে করার আহ্বান জানানো হয়েছে, জলবায়ু অর্থায়ন বৃদ্ধি ও অভিযোজন পরিকল্পনা জোরদারের বিষয়গুলোতে সুনির্দীষ্ট পরিকল্পনা নেই অনেকের মতে প্রত্যাশার বিপরীতে একটি আপস এবং বাস্তব সংকটের তুলনায় খুবই দুর্বল ও ধীর।

ঙ. ব্রাজিলের নেতৃত্বে ট্রপিক্যাল ফরেস্ট ফরেভার ফ্যাসিলিটি (TFFF); নতুন তহবিলের ভিড়ে জলবায়ু অর্থায়নের মূল এজেন্ডা চাপা পড়েছে:

এবারের সম্মেলনে জলবায়ু অর্থায়নে বড় অগ্রগতি হিসেবে দেখানো হয়েছে ব্রাজিলের নেতৃত্বে গঠিত টিএফএফএফ-কে। নরওয়ে, ইন্দোনেশিয়া, ফ্রান্স, কলম্বিয়া, নেদারল্যান্ডস, পর্তুগাল ও ব্রাজিল ও সর্বশেষ জার্মানির ১ বিলিয়ন ইউরোর প্রতিশ্রুতি সহ মোট তহবিলের পরিমাণ প্রায় ৬.৬৫ বিলিয়ন ডলার। ব্রাজিলের আশাবাদ, আগামী বছরের মধ্যে তহবিলের পরিমাণ ১০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে। এই তহবিলের লক্ষ্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর সংরক্ষিত প্রতিটি হেক্টর ক্রান্তীয় অরণ্যের জন্য চার ডলার করে সরাসরি সহায়তা দেয়া। আমরা মনে করি, জলবায়ু সম্মেলনে নিত্য নতুন তহবিল [বাকু সম্মেলনে 'ক্লাইমেট ফাইন্যান্স অ্যাকশন ফান্ড (সিএফএএফ)] ঘোষণার ভিড়ে জলবায়ু অর্থায়নের মূল এজেন্ডাগুলো ম্লান হয়ে যাচ্ছে, যেমন- প্রশমন, অভিযোজন ও লস অ্যান্ড ড্যামেজ তহবিল। এটা উন্নত বিশ্বের এক ধরনের কৌশল বলেই আমাদের কাছে মনে হয়। এবারের সম্মেলনেও নতুন তহবিল ঘোষনার ভিড়ে মূল এজন্ডোগুলো চাপা পড়েছে, ফলে সর্ববাধিক ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোর জন্য জলবায়ু অর্থায়নের অগ্রগতি ছিলো হতাশাজনক।

চ. জীবাশ্ম জ্বালানি'র রোডম্যাপ ছাড়াই চুক্তি; জলবায়ু সংকটের মূল কারণ এড়িয়ে গেলো উন্নত বিশ্ব, অনিশ্চয়তায় ১.৫ ডিগ্রী বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন:

বিশ্বের মোট গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের তিন-চতুর্থাংশের বেশি আসে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে। জীবাশ্ম জ্বালানির রোডম্যাপ বাদ দেয়া ও ব্যবহার কমানো বাধ্যতামূলক না করে স্বেচ্ছার ভিত্তিতে করার আহ্বান মূলত বৈশ্বিক জলবায়ু সংকটের মূল কারনকে এড়িয়ে যাওয়া,যার ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাসের

বাস্তবসম্মত কোন পথই খোলা থাকলো না। আমাদের অনুমান চুক্তিতে বাধ্যবাধকতা না থাকায় দূষণকারী দেশগুলো কোন প্রকার চাপ অনুভব করবেনা ফলে কার্বন নিঃসরণ কমানোর প্রচেষ্টা ব্যার্থ হবে ও নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার লক্ষ্য অর্জন কঠিন হয়ে উঠবে, বিদ্যুৎ, পরিবহন ও শিল্পে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার অব্যাহত থাকবে। এতে ১.৫ ডিগ্রি'র লক্ষ্যমাত্রা গতি হারাবে। সবচেয়ে বড় কথা, জীবাশ্ম জ্বালানি'র ব্যবহার থেকে সরে আসা ব্যাতিত ছোট ছোট দ্বিপক্ষীয় পদক্ষেপ, যেমন বন সংরক্ষণ ও নির্দিষ্ট অভিযোজন অর্থায়ন বৃদ্ধি বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস সীমারেখার জন্য যথেষ্ট পদক্ষেপ নয়। ফলে ছোট দ্বীপ রাষ্ট্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ২.৬-৩ ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধির ঝুঁকি/প্রভাব আরো বেড়ে গেলো।

ছ. ২০৩৫ সালের মধ্যে অভিযোজন তহবিল তিনগুণ বৃদ্ধি; প্রলম্বিত অর্থায়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ উন্নত বিশ্বের দায় এড়ানোর কৌশলমাত্র:

২০৩৫ সালের মধ্যে অভিযোজন তহবিল তিন গুণ বৃদ্ধির ঘোষনা মূলত কপ-২৬-এর ২০২৫ সালের মধ্যে অভিযোজন তহবিল দ্বিগুণ করে ৪০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার পূর্ব প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করে তৈরি। উদ্বেগের বিষয়, প্রতি বছর ১২০ বিলিয়ন ডলারের প্রস্তাবিত সময়রেখা ২০৩০ থেকে ২০৩৫ পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা অর্থ কোথা থেকে আসবে তা সুনির্দিষ্ট করা হয়নি, এবং এই অর্থ নতুন বা অতিরিক্তও নয়, গত বছর বাকুতে (কপ-২৯) ধনী দেশগুলোর দেয়া ৩০০ বিলিয়নের প্রতিশ্রুতির পুল থেকেই আসবে। সুতরাং যৎসামান্য তহবিল হয়তো অনুদান হিসেবে আসবে বাকিটা বেসরকারি বিনিয়োগ যা মূলত ঋণ নির্ভর, অথচ জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোর অভিযোজন ব্যয় দ্রুত বাড়ছে। জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির অনুমান উন্নয়নশীল দেশগুলোর অভিযোজন চাহিদা ২০৩৫ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ৩১০ বিলিয়ন থেকে ৩৬৫ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে যা বর্তমান প্রবাহের ১২-১৪ গুণ।

জ. লস এন্ড ড্যামেজ ফান্ডের প্রথম প্রস্তাবনার আহ্বান; নেই নতুন প্রতিশ্রুতি:

প্রথমবারের মতো লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ডের প্রথম পর্যায়ের প্রস্তাবনা আহ্বান করা হয়েছে, প্রাথমিকভাবে ২৫০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দের বিপরীতে জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলো ৫-২০ মিলিয়নের মধ্যে প্রকল্প দাখিল করতে পারবে। এটি ফান্ডের বাস্তব প্রয়োগের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হলেও তহবিলের চাহিদা, প্রবেশাধিকার ও ন্যায্য বণ্টন কাঠামো বিষয়ক প্রশ্নগুলো অমিমাংষতই রয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত তহবিলে মোট ৭৮৮.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রতিশ্রুতি দেয়া হলেও জমা পড়েছে মাত্র ৩৬১ মিলিয়ন ডলার, আসেনি নতুন কোন প্রতিশ্রুতিও, নতুন জলবায়ু লক্ষ্যমাত্রায় (এনসিকিউজি) সাব গোল হিসেবে অন্তর্ভুক্তির দাবিও আলোর মুখ দেখেনি।২০২৫ সালে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবেলায় আনুমানিক ৪০০ বিলিয়ন ডলারের বার্ষিক প্রয়োজনের তুলনায় তহবিল নিতান্তই সামান্য, এই ফান্ডের বর্তমান আকার 'প্রতীকী' এমন মন্তব্যও এসেছে বহু দেশের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে।

ঝ. বৈশ্বিক অভিযোজন লক্ষ্যমাত্রা (জিজিএ) সূচক; স্থাণীয় আভিযোজন নীতিমালার সাথে কম সঙ্গতিপূর্ণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রযুক্তি হস্তান্তরে ধোঁয়াশা:

গ্লোবাল গোল অফ অ্যাডাপটেশন (GGA) নির্ধারণের অগ্রগতি ট্র্যাক করতে ৫৯টি ভলান্টারি ও অ-নির্দেশমূলক সূচকের চূড়ান্ত সেট ঘোষনা করা হয়েছে। সূচকগুলো পানি, খাদ্য, স্বাস্থ্য, বাস্তুতন্ত্র, অবকাঠামো, জীবিকার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর পাশপাশি অর্থ, প্রযুক্তি ও সক্ষমতা উন্নয়নের মতো বিস্তৃত বিষয়গুলোকেও একীভূত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু উদ্বেগের বিষয়, পরিমাণযোগ্য ও ফলাফল-ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের উপায় যেমন-অর্থায়ন, সক্ষমতা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ১.৫ ডিগ্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে যে ধরনের সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য এবং সময়-সীমাবদ্ধ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এখানে সেটা অনুপস্থিত। এছারাও প্রস্তাবিত সূচকগুলো স্থানীয়ভাবে পরিচালিত অভিযোজন নীতিগুলোর সাথে যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ নয় (প্রস্তাবিত সূচকগুলোর প্রায় ৩৫% সরাসরি LLA নীতিগুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়)।

৪. বাংলাদেশের পরবর্তী ভূমিকার জন্য সুপারিশসমূহ:

বিজ্ঞানীরা বরাবরই সতর্ক করছেন, জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানো ছাড়া তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়, কপ-৩০'র ব্যর্থতায় সেই আশঙ্কা আরও বেড়েছে, পৃথিবী এগোচ্ছে ৩ ডিগ্রি উষ্ণতার দিকে। এই পরিস্থিতি নিম্নভূমি বাংলাদেশ ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্রগুলো রয়েছে অস্তিত্বের হুমকিতে। জলবায়ু অর্থায়নের সিংহভাগই আসে ঋণ হিসেবে, বিভিন্ন গবেষনা অনুযায়ী, জলবায়ু অর্থায়নের জন্য দেয়া প্রতি ৫ ডলারের বিপরীতে পরিশোধ করতে হচ্ছে ৭ ডলার, বাংলাদেশর মাথাপিছু জলবায়ু ঋণের পরিমাণ বর্তমানে ৮০ ডলার। উন্নত দেশগুলোর রাজনৈতিক অনিহা, কর্পোরেট ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দৌড়াত্ত ও প্রলম্বিত অভিযোজন অর্থায়ন লক্ষ্যমাত্রা ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোর জন্য বরাবরের মতো এবারের সম্মেলন থেকেও সুনির্দিষ্ট আর্থিক প্রতিশ্রুতি আসেনি, ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে এমন নয়, পেলেও যৎসামান্য অনুদানভিত্তিক বাকি পুরোটাই ঋণ নির্ভর। সুতরাং ন্যায়ভিত্তিক জলবায়ু ক্ষতিপূরণ আদায়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে লবিং অ্যাডভোকেসি ও আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি দেশের বৃহৎ জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় কার্যকর উদ্যোগে নিতে হবে।

৪.১ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভূমিকা:

চাহিদা অনুযায়ী, অনুদান-ভিত্তিক ও সহজলভ্য অর্থায়নের দাবিতে অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোকে সাথে নিয়ে বাংলাদেশকে দৃঢ় অবস্থান নিতে হবে এবং বৈশ্বিক আলাপ-আলোচনা, সংলাপ অব্যাহত ভাবে চালিয়ে যেতে হবে, বিশেষ করে-**(ক)** দূষণকারী দেশগুলোর উচ্চাভিলাষী এনডিসি-৩.০ নিশ্চিত করতে হবে যা বৈশ্বিক ১.৫-ডিগ্রী তাপমাত্রার সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ **(খ)** জীবাশ্ম জ্বালানির পর্যায়ক্রমে বন্ধ করার জন্য একটি স্পষ্ট রোডম্যাপ **(গ)** বাকু টু বেলেম রোডম্যাপ (NCQG)-এর আওতায় পাবলিক অর্থায়নের মাধ্যমে ট্রিলিয়ন ডলারের চাহিদা পূরণ যা হতে হবে সুনির্দষ্ট, ন্যায্য, ঋণমুক্ত ও সময়সীমাবদ্ধ **(ঘ)** উন্নত বিশ্বের অর্থায়নকে বাধ্যবাধকাতপূর্ণ করতে প্যারিস চুক্তির ধারা ৯.১-কে একটি স্বতন্ত্র এজেন্ডা আইটেম হিসেবে অর্ন্তভুক্ত করা **(ঙ)** তহবিলের বিস্তৃতি, অনুদান ভিত্তিক ও সহজলভ্য করতে লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ডকে এনসিকিউজি-এর একটি সাব গোল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা **(চ)** জলবায়ু অর্থায়নের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ করা, ইত্যাদি।

৪.২: জাতীয় পর্যায়ে ভূমিকা:

ঋণনির্ভর জলবায়ু অর্থায়ন বাংলাদেশেসহ অতি বিপদাপন্ন দেশগুলোর অভিযোজন সক্ষমতা অর্জনে বড় প্রতিবন্ধকতা। সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা, নদীভাঙন, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, কৃষি ও খাদ্য ঝুঁকি হ্রাসে অভিযোজন বাংলাদেশের অগ্রাধিকার,সুতরাং ঋণ নির্ভরতা কমিয়ে বাংলাদেশের উচিত হবে নিজস্ব সম্পদ নির্ভর শক্তিশালী স্থানীয় অভিযোজন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

(ক) পূর্বের গৃহীত জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ প্রকল্প ভিত্তিক, যথেচ্ছ ব্যয়কেই প্রধান্য দেয়া হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন, দুর্নীতি হ্রাসে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্থ অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়নে অর্থায়নের কৌশলসহ নানাবিধ বিষয়ে দিক নির্দেশনার ঘাটতি রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রণীত এসকল কর্মপরিকল্পনা মূলত বৈদিশিক ঋণ নির্ভর, ঋণ ছাড়া বাস্তবায়ন অসম্ভব, তাই এসকল নীতি-পরকিল্পনায় প্রয়োজনীয় পরর্বিতন ও সংস্কার প্রয়োজন।

(খ) জাতীয় বাজেটের সাথে সমন্বয় করে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে অংশগ্রহণমুলক প্রক্রিয়ায় স্থানীয় অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে যা অঞ্চলভিত্তিক চাহিদাকে প্রতিফলিত করবে, স্থানীয় চাহিদাগুলো গুরুত্ব পাবে এবং বাজেট কম হলেও বাস্তায়বায়ন সম্ভব হবে।

(গ) স্থানীয় সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্বব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে; স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে (ইউনিয়ন পরিষদসহ) জলবায়ু কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। ব্লু-ইকোনমির দিকে বাড়তি নজর দিতে হবে, সমুদ্র সম্পদকে কাজে লাগাতে হবে সেজন্য সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।

(ঘ) জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় স্থানীয় ও আদিবাসীদের প্রচলিত জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে, তাদেরকে জলবায়ু পরিকল্পনা,আলোচনা, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে যুক্ত করতে হবে। গবেষনা বাড়াতে হবে, প্রাকৃতিক ভিত্তিক সমাধানের উৎস্য অনুসন্ধান করতে হবে, পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণও বাড়াতে হবে।